১৩

বি-ইসমিহী তায়ালা

একাদশ ইমাম হযরত হাসান আসকারী(আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আল-আব্দ মুহম্মদ রিজওয়ান সালাম খান

প্রকাশক: নূরুল ইসলাম একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সংকলনে : আল-আব্দ মুহম্মদ রিজওয়ান সালাম খান

সম্পাদনা : নজরুল ইসলাম খান

প্রকাশক : নূরুল ইসলাম একাডেমি, চন্ডিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশকাল : ৬ই, জৈষ্ঠ ১৪১৬ বাং। ৮ই রবিউল আওয়াল ১৪৩০ হিঃ। ৫ই মে ২০০৯ খৃঃ।

সূচীপত্র

হযরত ইমাম মাহদী(আ.)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া..... ৪

এক নজরে হযরত ইমাম হাসান আসকারী(আ.)..... ৫

ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর বৈশিষ্ঠ্য ৬

ইমাম(আ.)-এর জন্ম..... ৬

কেন ইমামকে আসকারী' বলা হয় ৭

নিষেধাজ্ঞার যুগে ইমাম আসকারী(আ.)..... ৮

ইমাম(আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য..... ৯

ইমাম আসকারী(আ.)-এর উদারতা.....১০

ইমাম আসকারী(আ.)-এর জ্ঞান ১২

অদৃশ্য জগতরে সাথে ইমাম)আ(.-এর সম্পর্ক ১৬

ইমাম.)আ(-এর পত্র নিজের এক সাথীর নিকটে ১৯

শাহাদাত ২১

শাহাদাতের পর ২৩

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর কিছু স্বর্ণবাণী ২৫

প্রশ্ন ২৮

সুত্র ৩০

হযরত ইমাম মাহ্দী(আ)-এর সুস্থতা কামনার দোওয়া

হে প্রতিপালক! তুমি স্বীয় প্রতিনিধি হুজ্জত ইবনুল হাসান এবং তাঁর পবিত্র পূর্ব পুরুষগণের প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করো এবং এই মুহূর্ত হতে সর্বদা তুমি তাঁর সংরক্ষক, পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, রক্ষক, তথা পথ প্রদর্শক থেকো এবং তোমার জগতকে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অবশিষ্ঠ রেখো যাতে তোমার প্রতিনিধি তোমার নেয়ামত সমূহ হতে পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারেন।
(হে আল্লাহ! ইমাম মাহ্দী(আ.)-এর আর্বিভাবকে তরান্বিত করুন-আমীন)

এক নজরে হযরত ইমাম হাসান আসকারী(আ.)

নাম	:	হাসান
উপাধি	:	আসকারী
কুনিয়াত	:	আবু মুহম্মদ
পিতা	:	আলী নক্বী(আ.)
মাতা	:	হাদীসা (সুসান) (আ.)
জন্ম	:	৮ই রবিউস সানী ২৩২ হিঃ
জন্মস্থান	:	মদীনা মনোয়ারা
ইমামত কাল	:	৬ বসর
বয়স	:	২৮ বসর
শাহাদত	:	৮ই রবিউল আওয়াল ২৬০ হিঃ
শাহাদতের কারণ	:	বিষাক্ত আঙ্গুর
হত্যাকারী	:	মোতামিদ (আব্বাসী খলিফা)
সমাধিস্থল	:	সামার্রা (ইরাক)
সন্তান	:	একমাত্র পুত্র (হযরত ইমাম মাহদী(আ.)

ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর বৈশিষ্ঠ্য

ইমাম হাসান আসকারী নবী(স.) বংশের একাদশতম ইমাম। ইমাম মাহদী (আ.)এর পিতা, এবং ইমাম হোসায়েন (আ.)এর অষ্টম নিম্নপুরুষ।

এখানে একাদশ ইমামের কিছু বৈশিষ্ঠ্যের আলোচনা কর হবে : যেমন তাঁর জন্ম, উপাধী, উদারতা, জ্ঞান, চাত্রিকদিক, শাহাদত ও তাঁর কিছু বাণী।

ইমাম(আ.)-এর জন্ম

ইমামতের একাদশতম সূর্য হযরত ইমাম হাসান আসকারী(আ.) ৮ই রবিউস সানীতে মদীনা মনোয়ারা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দশম ইমাম হযরত হাদী(আ.), মাতা ছিলেন হযরত হাদীসা[1] যাঁকে সুসান[2] ও বলা হয়েছে। ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর কুনিয়াত আবু মুহম্মদ, অপর বিখ্যাত উপাধি ছিল ‘যকী’ এবং ‘আসকারী’, এছাড়াও ‘হাদী’, ‘নকী’, ‘রফীক’, ‘সামিত’ এবং ‘খালিস’ উপাধি বর্ণিত হয়েছ।[3] ইবনুর রেযা (রেযার সন্তান)

---

১. উসূলে কাফী : লেখক : ইয়াকুব কুলাইনী, খন্ড ১, পৃষ্টা ৫০৩। আলা এরশাদ : খন্ড ২, পৃষ্টা ৩১৩। মাতলিবুস সাউল :লেখক ইবনে তালহাঃ খন্ড ২, পৃষ্টা ৭৮। তাযকেরাতুল খাওয়াস; সিবতে ইবনে জাওযী : পৃষ্টা ৩৬২।

২. মাতলিবুস সাউল :লেখক ইবনে তালহাঃ খন্ড ২, পৃষ্টা ৭৮। তাযকেরাতুল খাওয়াস; সিবতে ইবনে জাওযী, তাযকেরাতুল খাওয়াস : পৃষ্টা ৩৬২।

৩. তাবারী, দালায়েলুল ইমামাহ, পৃষ্টা ৪২৫।

উপাধি নামে ইমাম মুহম্মদ তকী, ইমাম আলী নকী এবং ইমাম হাসান আসকারী খ্যাতি লাভ করেন।[1] এর একটা কারণ এটা হতে পারে যে ইমাম রেযা (আ.) বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কোন পুত্র সন্তান হয় নি এবং সকলে এক রকমের নিরাশের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন যে ইমামের আর কোনো সন্তান হবে না এবং ইমামের অনুসারীদের মধ্যে এই আলোচনা হতে লাগলো যে শীয়াদের ইমাম এনার পর আর কে হবেন। তাই মুহম্মদ তকী থেকে ইমাম হাসান আসকারী(আ.) রেযা পুত্র বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে সকলে আর বিশেষ করে 'ওয়াকেফী' গোষ্ঠিদের জন্য এটা প্রমাণ হয় যে ইমাম রেযার সন্তান আছে।

কেন ইমামকে 'আসকারী' বলা হয়

একাদশ ইমাম হাসান, আসকার (সৈন্য শিবির) নামক স্থানে জীবন যাপন করতেন তাই আসকারী নামে খ্যাতি অর্জন করেন। যখন তাঁর পিতাকে মোতাজ আব্বাসী শহীদ করে তখন ইমাম হাসান আসকারী(আ.)'র বয়সছিল ২২ বৎসর।

তাঁর ইমামত কাল ছয় বৎসর ছিল এবং ২৮ বৎসর বয়সে তাঁকে শহীদ করা হয়।

---

১. ইবনে শাহরে আশোব : খন্ড ৪, পৃষ্টা ৪২১।

আপনার একমাত্র পুত্র সন্তান হযরত ইমাম মাহদী(আ.) ছিল যিনি বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদি অদৃশ্যের তথা গয়বতের জীবন যাপন করছেন। তিনি আত্মপ্রকাশের পর পাপে ও অত্যাচারে ভরা জমিনকে ইনসাফ ও নিরপেক্ষতা দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন। মহান ইমাম(আ.)'র অস্তিত্ব মোবারক মেঘের পিছনে লুকায়িত সূর্যের ন্যায়, যখন আল্লাহ আত্মপ্রকাশ করাবেন তখন তাঁর পবিত্র হস্তে অন্যায়কারী ও অত্যাচারীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

নিষেধাজ্ঞার যুগে ইমাম আসকারী(আ.)

ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর যুগ ভীষণ নিষেধাজ্ঞা ও নিয়ন্ত্রণের যুগ ছিল, তাই ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ঠ প্রভাব পড়েছিল, ইমাম(আ.)-এর সমকালীন শক্তির শাসকেরা বিশেষ করে মোতাওয়াক্কিল সর্ব্বদা এই চেষ্টায় ছিল, জনগণকে ইমাম(আ.)-এর থেকে ছিন্ন করে পৃথক তত্তাবধানে রাখা, আর তাই করেও ছিল। যেহেতু সে শুনেছিল যে, দ্বাদশতম ইমাম হযরত ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর অস্তিত্ব হতে পৃথিবীতে চোখ খুলবেন এবং জনগণের নজর ও দৃষ্টি হতে অদৃশ্য থেকে ভবিষ্যতে ইসলাম ধর্মের নেতা হবেন, তারপর বিশ্বব্যাপী শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করবেন, তাই ইমামের প্রতি বিশেষ ভাবে সতর্ক মনযোগী হয়েছিল।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যেমন মুসা(আ.) কে ফেরাউনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি ভবিষ্যতের ইমাম ও ইসলাম ধর্মের

নেতাকে জগতবাসি ও তাঁর শত্রুদের দৃষ্টি থেকে গোপন রেখে রক্ষা ও হেফাজত করতে পারেন।

ইমাম(আ.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ঠ্য

ইমাম হাসান আসকারী(আ.) কুরআনের মত সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন, মহান ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যাকারী এবং নজীরবিহীন প্রতিরক্ষাকারী ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাঙ্গনের জলসায় শতাধিকেরও অধিক বিখ্যাত বিজ্ঞ ও জ্ঞানী স্থায়ী ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। যদিও ইমাম(আ.) ইরাকে ছিলেন কিন্তু ইসলামী বিশ্বের সমগ্র এলাকা (যেমন ইরান, ইরাক, হেজায, মিশর ও...) তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাবের আয়ত্বে ছিল। ইমাম আসকারী(আ.)-এর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব এত গভীর ও দৃঢ় ছিল যা সর্বত্র চর্চা এবং আলোচনার বিষয় ছিল এমনকি বাদশা মুতাজ বিল্লাহর দরবারে যারা বিজ্ঞ কর্মচারী ছিলেন তারাও পর্যন্ত ইমামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন। যখন ইমাম(আ.) ইরানে যাত্রা করেন এবং কুম ও রাই শহর অতিক্রম করে লোয়াসানে পৌঁছালেন তখন আহলেবায়েত(আ.)-এর প্রেমিক ও আগ্রহীরা ইমাম(আ.)কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়ে তাঁর প্রতি নিজেদের আগ্রহ ও প্রেম ভালোবাসাকে প্রকাশ করতে লাগলেন। হযরত ইমাম(আ.) জনগণের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখলেন, তাতে জনগণকে মসজিদ বানানোর আদেশ দিয়ে সেখানে নিজেদের ঘাঁটি বানানোর আদেশ দিলেন।

আহলেবায়েত(আ.)-এর শত্রু আব্বাসী প্রশাসনের এক ব্যক্তি বলেন : আমি সামার্রায় বনী হাশিমের গোত্রে ইমাম(আ.)-এর মত

মহত, ভদ্র এবং অমায়িক আর কাউকে দেখেনি। তিনি ছাড়া অন্য কেউ সুযোগ্য নেতা নেই যিনি জনগণের উপর নেতৃত্ব দিতে পারেন।

ইমাম আসকারী(আ.)-এর উদারতা

আবু ইউসুফ ইমাম(আ.)-এর উদারতাও দানশীলতা বর্ণনা এই ভাবে করেন। আমি অতি অভাবী হওয়ার কারণে সন্তানদের পেট ভরাতে অক্ষম ছিলাম। কয়েক বার আব্বাসী খলীফার দরবারে গিয়ে সাহায্য চাই, যেহেতু সে আমার আত্মীয় ছিল। তা সত্ত্বেও নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়, এবং আমার কথাকে কোন গ্রাহ্য করেনি।

একদিন ইমাম হাসান আসকারী(আ.)-এর খেদমতে গিয়ে নিজরে কষ্টের কথা বললাম। ইমামের নিকটে চারশত দিনার ছিল সমগ্র দিয়ে আমাকে বললেন যাও গিয়ে নিজের পরিবারকে দুঃখ ও বেদনা থেকে মুক্তি দাও।

ইমাম(আ.) তাঁর ছয় বৎসর ইমামত কালের মধ্যে তিন বৎসর কারাগারে বন্দি ছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত বিপদ, বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করার পরও জনগণের সাথে প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাত করতেন। যদিও আব্বাসী প্রশাসন তাদের নিকৃষ্টতম ও পাষাণ হৃদয়ের কর্মচারীদেরকে কারাগারের জন্য নির্ধারণ করে ছিল যাতে ইমাম(আ.)কে কঠিন শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু তারা ইমাম(আ.)'র ইবাদাত ও পরহেযগারী দেখে ভীষণভাবে ইমামের প্রতি মোহিত ও আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

তাই যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় :

-শুনেছি নাকি তোমরা ইমাম(আ.)'র সাথে উত্তম ব্যবহার কর?

-তারা বলল তিনি এমন এক মানব, যে সর্বদা নিজের প্রতিপালকের কাছে দোওয়া ও মোনাযাত করেন। দিনে রোযা রাখেন এবং রাতে ইবাদতে কাটান, যখন আমাদের দিকে দেখেন আমাদের শরীর কাঁপতে লাগে কি করে এমনাবস্থায় আমরা তাঁকে শাস্তি দেব?

মুতাওয়াককিলের আবদুল্লাহ নামে এক উজির ভীষণ অহংকারী ও নির্ভীক ছিল, কিন্তু যখনই ইমামকে দেখত নিজের স্থান থেকে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হত, যখন আরোহণে থাকত নিচে নেমে এসে ইমামকে শ্রদ্ধা জানাত। সে ইমাম(আ.) সম্পর্কে বলেন : ইমাম আসকারী(আ.) এমন এক ব্যক্তি যিনি রাত্রে ইবাদাত, দোওয়া ও মোনাযাতে রত থাকেন এবং দিনে রোযা রাখেন। উৎফুল্ল ও ভদ্রতা এতই উত্তম যে শত্রুরাও নিজের দোওয়াতে তাঁকে ভুলতে পারে না। যখনই কোন অভাবী তাঁর সামনে এসেছে কখনো খালি হাতে ফেরান নি, বরং যা কিছু নিজের কাছে থাকত সমগ্র তাকে দান করে দিতেন।

ইমাম(আ.) নিজের পিতার মত আল্লাহর ইবাদাতের দিকে বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতেন, নামাযের সময় হওয়া মাত্রই সমস্ত কর্মকে বিদায় জানাতেন। কোন কিছুকে নামায উপেক্ষা উত্তম (জ্ঞাত) মনে করতেন না এবং নামাযকে অন্য সমস্ত জিনিস থেকে

ঊর্ধে মনে করতেন। আল্লাহর ইবাদতের সময় ইমাম হাসান আসকারী(আ.)'র অবস্থা এমন রুপ ধারণ করত যে অন্যরা তাঁকে দেখে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেত। পথভ্রষ্টদের সম্পূর্ণ ভাবে জাগ্রত করে সত্য ও সোজা পথের দিকে হোদায়েত করতেন।

ইমাম আসকারী(আ.)-এর জ্ঞান

ইমাম(আ.)'র জ্ঞান এক তরঙ্গায়িত সমুদ্রের ন্যায় যা তৃষ্ণার্তদেরকে তৃপ্ত করে দেয়।

বিখ্যাত বিজ্ঞ খাওয়ারযমী বলেন আঠারো হাজার জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিরা ইমাম(আ.)'র জ্ঞানের মজলিস থেকে উপকৃত হয়েছেন আর আব্বাসী খলীফার কর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে কর্মচরী তাঁর সাথে বাইয়াত করেন তিনি হলেন, মুহম্মদবিন মসউদ শিরাজী। যিনি এক বিখ্যাত ইরানী জ্ঞানী, বাদশা মুতাজবিল্লাহর কর্মচারীদের একজন ছিলেন। তিনি লিখেছেন - ইমামের জ্ঞান এমনই যে আবু নাসার ফারারীর শিক্ষক কিন্দী তাঁর সাথে বাহস করে পরাজয় স্বীকার করে। সেই কারণে তার নিজের লেখা পুস্তকে ইসলামের ক্ষতি হতে পারে বলে জ্বালিয়ে দেন। জ্ঞানী খৃষ্টনরা ইমাম(আ.)-এরশিক্ষা ও জ্ঞানের কারণে তাঁর প্রতি এত আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন যে ইমাম(আ.)কে মসীহ (অর্থাৎ হযরত ঈসা) বলে স্মরণ করতেন। নিজেদের প্রশ্নের উত্তর জানতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা জনগণদের সাথে তিনি যখন আলাপ করতেন তখন তিনি তাদের নিজস্ব ভাষায় আলোচনা করলেন। এই দেখে সকলে অবাক হয়ে

গেল। আবু হামযা বলেন বারংবার আমি দেখছি বহু ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান থেকে ইমামের নিকটে এসেছেন এবং ইমাম তাদের নিজস্ব ভাষায় কথোপকথন করেছেন যেমন রুমী, তুর্কী, ফার্সী এবং আরও অনান্য ভাষায় আলোচনা করেছেন।

আবু হামযা বলেন ইমাম মদীনাতে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথচ বিভিন্ন ভাষায় যেভাবে কথা বলেছেন তাতে আমি বিস্ময় বোধ করলাম।

তিনি আরও বলেন : একদিন ইমাম আমার নিকটে এসে বললেন : অবশ্যই মহান আল্লাহ তায়ালা নিজের খলীফা ও প্রতিনিধিদেরকে সমগ্র সৃষ্টির থেকে উন্নত মর্যাদার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদেরকে সমস্ত জিনিসের শিক্ষা দান করেছেন। ইমাম বিভিন্ন ভাষা নিজের আত্মীয়দের বংশপরিচয় এবং ভবিষ্যতের ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞাত। যদি এমন না হয় তাহলে জনগণ ও তাদের ইমামের মাধ্যমে কোন পার্থক্য থাকবে না।

ইমাম(আ.)-এর যুগে সামারা শহরে এক বছর ভীষণ খরা দেখা দেয়। আব্বাসী খলীফা জনগণকে দোওয়ার আদেশ দিয়ে বলে যে মরুভূমিতে গিয়ে বর্ষার জন্য নামায পড় ও দোওয়া কর। তিন দিন ব্যাপি সমস্ত জনগণ মিলে মরুভূমিতে গিয়ে নামায পড়ে বর্ষার জন্য দোওয়া করে, কিন্ত বর্ষার কোন চিহ্ন ও দেখা দেয়নি। চতুর্থ দিন খৃষ্টানরা নিজের ধর্মীয় আলেমদের নিয়ে মরুভূমীতে গিয়ে দোওয়া করে এবং বর্ষা বর্ষণ হয়।

কিছু দিন পর দ্বিতীয় বার যায় এবং দোওয়া করে আবার বর্ষা বর্ষণ হয়, এই ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা হতে লাগে এবং জনগণের মন খৃষ্টানদের দিকে মনযোগী হতে লাগে।

আব্বাসী খলীফা মোতামিদ এই অদ্ভুত ঘটনার ফলে ভীষণ বিষন্ন হয়ে পড়ে। তাই সে কারাগারে বন্দি ইমাম(আ.)'র নিকটে খবর দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠায়, তারপর এই সমস্যার সমাধান চায়।

ইমাম(আ.) বললেন : আগামী কাল তাদের মরুভূমিতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বর্ষার জন্য দোওয়া করতে বল।

পরদিন তারা মরুভূমিতে আসল। ইমাম(আ.) ও তাদের ভীড়ে যুক্ত হয়ে মরুভূমিতে উপস্থিত হলেন।

খৃষ্টানরা আকাশের দিকে প্রতিপালকের নিকটে বর্ষার দোওয়া করতে লাগে, কিছুক্ষণের মধ্যে বাদল আসমানে ছেয়ে যায় এবং বর্ষণও শুরু হয়ে যায়।

ইমাম(আ.) এক খৃষ্টানকে তার হস্তদয়কে উঁচু রতে বলেন। দেখা গেল তার হাতের আঙ্গুলের ভিতরে কোন একটা জিনিস আছে। ইমাম(আ.) জিনিসটিকে বের করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেন, যখন ইমাম(আ.)'র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হল, দেখা গেল যে তার হাতের ফাঁকে এক টুকরা হাড় আছে তাকে নিয়ে ইমাম(আ.)-এর খেদমতে দেওয়া হল। ইমাম(আ.) হাড়কে নিয়ে একটি কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে রাখলেন এবং তাকে বলল এবার বর্ষার জন্য দোওয়া কর।

সেই খৃষ্টান ব্যক্তি যখন দোওয়ার জন্য হাত উঁচু করল সমস্ত বাদল চলে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে সূর্য দেখা দিল। সকলে এই ঘটনা দেখে আশ্চার্য হয়ে গেল।

খলীফা মোতামাদ ইমাম(আ.)কে জিজ্ঞাসা করল : এটা কিসের হাড়?

- ইমাম বললেন : এটা আল্লাহর কোন নবীর একটি হাড় যাকে কবর থেকে তোলা হয়েছে, যখন নবীদের হাড় আকাশের নিচে নিয়ে বর্ষার প্রর্থনা করা হবে অবশ্যই বর্ষা বর্ষণ হবে।[1] এই ঘটনার পর সকলে ইমাম(আ.)কে ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। অতপর পরীক্ষা করে দেখা হল এবং ইমামের কথা সত্য প্রমাণ হল। তারপর হাড়কে দাফন করে দেওয়া হয়। তারপর ইমাম(আ.) বর্ষার জন্য নামায পড়ে দোওয়া করার পর মোসালাধারায় ভীষণ বৃষ্টি হয় এবং খরার সমাপ্তি ঘটে।

  এই ঘটনা পর ইমামকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জনসাধারণের কাছে সর্বোপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইমাম এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তবলিগের বহু কাজ করেন এবং নিজের বহু অনুসারীকে কারাগার থেকে মুক্তির জন্য খলীফার কাছে আবেদন জানান, খলীফাও সম্মতি দিয়ে

১. কাশফুল গুম্মাহ ফি মারেফাতিল আইম্মাহ; আলী ইবনে ইসা ইরবিলী : খন্ড ২, পৃষ্টা ৪২৯।

তাদের মুক্তি দান করে।[1] সামান্য পরিবর্তনের সাথে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের গ্রন্থেও বর্ণনা হয়েছে।[2]

অদৃশ্য জগতরে সাথে ইমাম(.আ)-এর সম্পর্ক

যদিও ইতিহাসরে বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম(আ.) হতে বহু আশ্চার্যজনক ঘটনা বর্ণনা হয়েছে, কিন্ত আমি এখানে সংক্ষেপের কারণে উপমা হিসাবে কিছু বর্ণনা করছি :

(১) জাফর জুরজানি বলেন হজ্জ করতে গিয়ে ইমাম(আ.)'র সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। যাওয়ার সময় সঙ্গী সাথীরা যে পয়সা দিয়েছিল নিজের কাছে রেখেছিলাম। এই মুদ্রাগুলী কাকে দেব, ইমাম(আ.)কে জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলাম। যখন ইমাম(আ.)'র নিকটে পৌঁছালাম, কিছু বলার অগ্রে তিনি বললেন যে মুদ্রাগুলী তোমার নিকটে আছে আমার কর্মচারীর নিকটে দাও।

আমি তাঁকে দিয়ে ইমাম(আ.)কে বললাম : আপনার গুরগান শহরের বন্ধুরা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।

ইমাম বলেলন : আল্লাহ তায়ালা তাদের উত্তম পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করুন। তুমি গুরগানে ফিরে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা

---

১. নূরুল আবসার, লেখক : শাবলাঞ্জী : পৃষ্টা ১৬৭। মানাকিবে আল আবু তালিব; লেখক : ইবনে শাহরে আশোব, খন্ড ৪, পৃষ্টা ৪২৫।

২. সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা; লেখক : ইবনে হাজার আলহায়সামী, খন্ড ২, পৃষ্টা ৬০০।

তোমাকে এক পুত্র সন্তান দান করবেন, তার নাম শরীফ রেখো, সে আমার এক প্রেমীক হবে। আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীমকেও পুত্র সন্তান দান করবেন যে আমার মান্যকারী ও প্রেমীক হবে, ওকেও বল যে সে যেন তার ছেলের নাম আহমদ রাখে।

আমি ইমাম(আ.)-এর থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসলাম, অতপর ইমাম যেমনটি বলেছিলেন ঠিক সেই ঘটনা ঘটল।

(২) শবলঞ্জী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশেষ আলিমগণের মধ্যে একজন তিনি আবু হাশিম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি এবং ইমামের এক সাথী একত্রে কারাগারে বন্দি ছিলাম। একদা হযরত ইমাম হাসান আসকারী(আ.) সাক্ষাতের জন্য আসলেন, আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তাঁর সাথে বসে আলাপ আলোচনা করলাম, আমাদের মধ্যে একজন হযরত আলী(আ.) সন্তানদের মধ্য হওয়ার দাবী করে।

হযরত(আ.) তাঁকে ঈঙ্গিত করে বাহিরে যাওয়ার নির্দেশ করেন, যখন সে চলে গেল, বললেন : এই ব্যক্তি মিথ্যা দাবি করে এ আমাদের বংশের নয়, এ আব্বাসী খলীফার গুপ্তচর (জাসুস) সে আমাদের বার্তাকে সংগ্রহ করে লুকিয়ে রেখেছে পরে সেগুলো খলীফাকে দেবে। আমরা গিয়ে তাকে তল্লাশি করে দেখলাম ইমাম(আ.) যা কিছু বলেছিলেন সেগুলো সত্যি। গুপ্তচর বহু গুজারিশ ও প্রতিবেদন আমাদের বিরুদ্ধে লিখে রেখেছিল, যদি সেগুলো খলীফার নিকটে পৌঁছাত তাহলে আমাদের সকলকে হত্যা করে

দিত। অতঃপর আমরা সেগুলোকে নিয়ে টুকরা টুকরা করে ফেলে দিলাম, তারপর থেকে আমরা সতর্ক হয়ে যাই।

(৩) ইসমাঈল নামে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন : ইমাম হাসান আসকারী(আ.)'র খেদমতের অপেক্ষায় ছিলাম, যে যখন ইমাম এখান দিয়ে যাবেন সামনে গিয়ে পথ আটকে সাহায্য চাইব। এর পূর্বে আমার নিকটে দুইশত স্বর্ণমুদ্রা লুকায়িত ছিল যাকে আমি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। এই চিন্তায় ছিলাম এমন সময় হঠাৎ ইমাম(আ.) নিকট থেকে অতিক্রম করতে লগলেন, আমি দৌড়ে গিয়ে পথ আটকালাম এবং কসম খেয়ে নিজের অভাব অনটনের কথা জানালাম যে, আমার নিকটে পৃথিবীর কোন সম্পদ নেই, হযরত আমার কসম খাওয়া দেখে ভীষণ রেগে গেলেন এবং খেদমতকারীকে বললেন : যা কিছু আছে এই ব্যক্তিকে দাও। খাদিমের নিকটে একটি সম্পদের থলে ছিল, সেটি আমাকে দিয়ে দিল।

অতপর ইমাম(আ.) আমার উদ্দেশ্যে বললেন: আমরা কাউকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করি না, কিন্ত তুমি মিথ্যা কসম খেয়ে আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করেছ। স্মরণ রেখ কখন এমন কাজ কর না এবং আল্লাহর নেয়ামত (প্রদান)কে অমান্য ও অকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর না বরং সর্বদা আল্লাহর উপর আস্থা রাখ ও ভরসা কর এবং তাঁর প্রতি আশান্বিত থাক আর যে সমস্ত নেয়ামত সমূহ তোমাকে দান করেছেন তা হতে উপকৃত হও এবং নিজের কাজে লাগাও। তুমি দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা গুপ্ত করে রেখেছ যাতে অভাবের দিনে কাজে

লাগাতে পার। কিন্তু মনে রেখো যখন তোমার প্রয়োজন হবে তুমি খুঁজে পাবে না এবং তোমার কোন কাজে আসবে না।

সেই ব্যক্তি বলল : ইমাম(আ.) নিজের বাক্য দ্বারা আমাকে আমার ভুল ও ত্রুটি থেকে জাগ্রত করালেন, আর যেমন ইমাম(আ.) বলেছিলেন ঠিক সেই রুপ ঘটনা ঘটল। কেননা একদিন যখন আমার ভীষণ প্রয়োজনবোধ হল, আমি যেখানে মুদ্রাগুলো মাটির নিচে গোপন করে রেখে ছিলাম সেখানে গিয়ে দেখি মুদ্রার কোন খবর নেই, অতঃপর জানতে পারলাম যে আমার ছেলে সেই সম্পদ সম্পর্কে জানতে পারে এরং আমার বিনা অনুমতিতে মুদ্রাগুলি নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিজেকে সংযত রাখব এবং কোন দিন এমন ভুল করব না এবং আল্লাহ তায়ালার সামনে সর্বদা পবিত্র ও সত্যবাদী হয়ে থাকব।

ইমাম(আ.)-এর পত্র নিজের এক সাথীর নিকটে

ইমাম হাসান আসকারী(আ.)'র যুগে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা ভীষণ মুশকিল ছিলো, তাই ইমাম নিজের সাথীদের নিকটে পত্র লিখে সম্পর্ক বজায় রাখতেন, তার মধ্যে একটি পত্র নিজের এক সাথী আলী বিন হোসায়েন কুম্মীকে লেখেন, যার পাঠ্য এই রূপ :

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার পর লেখেন : হে আমার বিশ্বাসী ও মহত্ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি, হে দ্বীনি শিক্ষার জ্ঞানী, হে আলী বিন হোসায়েন কুম্মী! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তৌফিক দিন যাতে তুমি তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলতে পারো এবং তোমার বংশে

সুযোগ্য পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করুক। তোমাকে আল্লাহর সামনে সত্যতার ও পরহেযগারীর, নামায প্রতিষ্টা করার এবং যাকাৎ দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি, কেননা যে যাকাৎ দেয় না তার নামায গ্রহণযোগ্য নয় (কবুল হয়না)।

তোমাকে আদেশ করছি যে জনগণের ভুল ও ত্রুটি উপেক্ষা কর, নিজের অসন্তুষ্টিকে তাদের উপরে প্রকাশ কর না, নিজের আত্মীয় ও বন্ধুদের গৃহে গিয়ে তাদের অবস্থার খোঁজ খবর নাও, নিজের ভ্রাতৃদের সাহায্য কর, তাদের দারিদ্রে ও সচ্ছলতায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ কর। অন্যের মুর্খতায় সহ্য ও সবর কর এই সমস্ত বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা কর, নিজের কর্মে কাজে দৃঢ় ও মজবুত থাক, কুরআন থেকে অবগত হও এবং তার সাথে সর্বদা সম্পর্ক বজায় রাখ, সুচরিত্রবান হও, সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের নিষেধ কর, সব ধরনের দুশ্চরিত্রতা থেকে দুরে থাক, নামাযে শব (তাহাজ্জুদ) পড়বে, যেমন হযরত রসুল(স.) হযরত আলী(আ.)কে সুপারিশ করে ছিলেন হে আলী! তাহাজ্জুদ পড়বে, তাহাজ্জুদ পড়বে : তাহাজ্জুদ পড়বে!

অতএব আমার উপদেশের উপর আমল করবে, আমার শিয়া (অনুসারিদের)কে এইভাবে জীবন যাপন করার আদেশ ও উপদেশ দেবে। সহ্য ও সবর কর এবং ইমাম মাহদী(আ.)'র আবির্ভাব করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

নবী(স.) বলেছেন : আমার উম্মতের সর্বোত্তম কাজ -(ইমাম মেহদী(আ.)'র) আবির্ভাবের অপেক্ষা করা।

সত্যি! যদি এই পত্র আমাদের হাতে পৌঁছাত, কি করতাম? চিন্তা করতাম এই পত্র ইমাম(আ.) পাঠিয়েছেন এবং আমি এর উপর আমল করব!। জী হ্যাঁ! ইমাম(আ.) নিজের এক সাথীকে এই পত্র দেয়নি বরং সকল অনুসারিদেরকে এই বার্তা পাঠিয়েছেন, এবং আমাদের সকলকে এই সমস্ত কাজের উপর আমল করতে হবে, কেন না আমরা সকলে ইমামের অনুসারির হওয়ার দাবি করি। তাই আমাদের জীবনে এমন গুণাবলী থাকতে হবে যাতে ভিন্নধর্ম মান্যকারীরা দেখে যেন বলে এঁরা আলী(আ.) ও আওলাদে আলী(আ.)'র অনুসারি এবং প্রকৃত কুরআন ও আহলেবায়েতের মান্যকারী।

শাহাদাত

ইমাম(আ.)'র চার বৎসর বয়সে নিজের পিতার সাথে সামার্রা নির্বাসনে যান, এবং খলীফার সৈন্যদের শিবিরের তত্ত্বাবধানের মধ্যে জীবন যাপন করতেন, নিজের পিতার শাহাদতের পর আব্বসী খলীফা মোতমিদের আদেশে কারাগারে বন্দি করে দেওয়া হয়। কেননা খলীফা আব্বাসী ও তার কর্মচারীরা রসূলে(স.)'র হাদিস থেকে অবগত ছিলো যে আহলে বায়েত(আ.)'র ইমামগণ বার জন হবেন, এবং দ্বাদশতম ইমাম জনগণের দৃষ্টি হতে অদৃশ্য থাকবেন আর অদৃশ্যের যুগ শেষ হওয়ার পর আত্মপ্রকাশ করবেন, অত্যাচার ও জালিম রাজত্ব ও প্রশাসককে সমাপ্ত করে পৃথিবীকে ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করবেন। এই বার্তা বিশেষ করে ইমাম হাদী(আ.) ও ইমাম আসকারী(আ.)'র যুগে জালেম আব্বসী খলীফাকে ভীষণ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে ছিল, তাই তারা এই চেষ্টায় ছিল যে

ইমাম(আ.)'র বংশ হতে কোন সন্তান যেন ভুমিষ্ট না হতে পারে, সেই কারণে ইমাম(আ.)'কে তত্ত্বাবধানে রেখে সমস্ত কর্মকে তারা বিভিন্ন পথ দ্বারা লক্ষ্য রেখে ছিল - সেই কারণে ইমাম(আ.)কে বেশ কয়েক বার কারাগারে বন্দিও করে, কিন্ত যখন দেখল যে দিনের পর দিন জনগণের অন্তর ইমাম(আ.)'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ইমাম জনপ্রিয়তা লাভ করছেন। ইমাম(আ.)'কে বন্দি করেও কোন ফল হল না, অতএব আর সহ্য না করতে পেরে ইমাম(আ.)'কে শহীদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই কারণে জালিম আব্বাসী খলীফা মোতামিদ গুপ্ত ভাবে ইমাম আসকারী(আ.)কে বিষ দেয়, অবশেষে মুসলমানদের বিশেষকরে শী'য়াদের একাদশতম মহান নেতা শুক্রবার আট রবিউল আওয়াল, ২৬০ হিজরীতে অতি নির্মম ভবে শহীদ হন।[1]

যখন ইমাম আসকারী(আ.)'র শাহাদতের খবর লোকের কানে ছড়িয়ে পড়ল সামার্রাবাসী দুঃখে ডুবে গেল বাজার বন্ধ করে দিল সমস্ত শ্রেনীর কাজ কর্ম বন্ধ করে দেওয়া হল, সকলে ইমাম আসকারী(আ.)'র জানাযা পড়ার জন্য দৌড়ালেন। অতপর তাঁকে তাঁর পিতার সমাধিস্হলের পাশে দাফন করা হল।[2] হ্যাঁ, সমস্ত অত্যাচারী ও জালিম প্রশাসক পবিত্র ও নিষ্পাপ ইমাম(আ.)দের নিজের শাসনের ক্ষেত্রে ভয়ানক ও বিপদ জ্ঞান করত, তাই আল্লাহর নির্দিষ্ট নূরানি ও উজ্জল নেতাদের নিভানোর জন্য যত সম্ভব পূর্ণ

---

১. কামালুদ্দীন ওয়া তামামুন্নেমাহ, লেখক : শায়ক সাদুক, পৃষ্টা ৪৭৩। উসওয়ায়ে বাশারিয়াত ১১ ইমাম হাসান আসকারী(আা.), লেখক : রসূল জাফারিয়ান, নূরে ইলম পত্রিকা সংখ্যা ৪৭, পৃষ্টা ৪০।

২. মানাকিবে আলে আবী তালিব(আ.) লেখক : ইবনে শাহরে আশুব, খন্ড ৪, পৃষ্টা ৪৫৫।

চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে গাফেল! আল্লাহ তায়ালা যে হেদায়েতের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার শপথ নিয়েছেন সে কখন কেউ নিভাতে পারবে না। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ: سوره صف، آيه 8.

অর্থাৎ : 'তারা আল্লাহর আলো ফুৎকারে নিভাতে চায়। কিন্তু তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীরা (কাফেররা) তা অপছন্দ করে'।[1]

শাহাদাতের পর

ইমাম হাসান আসকারী(আ.)'র শাহাদাতের পর তাঁর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল আব্বাসী খলীফা মোতামিদ তাঁর মাতা ও ভাই জাফরকে ভাগ করে দিল, যাতে জনগণ বিশেষ করে তাঁর অনুসারীগণ এই মনে করে যে ইমামের কোন সন্তান নেই এবং তাদের বিশ্বাস হয় যেন এর পর আর আমাদের কোন ইমাম নেই, আর যেন দ্বাদশ ইমামের অস্তিত্ব থেকে পুরোপুরি নিরাশ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত : মোতামিদ নিজের কর্মচারীদের আদেশ দেয় যে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি নাও, আর যদি কোন পুত্র সন্তান পাও সাথে সাথে গ্রেফতার করে হত্যা করে দেবে কিন্তু তারা কোথাও কিছু খুঁজে পেল

[১] সুরা : সফ, আয়াত : ৬

না কেননা আল্লাহ তায়ালা (ইমাম মাহদী(আ.)'কে) তাকে নিজের আশ্রয়ে রেখে শত্রুদের অপবিত্র চিন্তা ও সিদ্ধান্ত থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইমাম মাহদী(আ.) নিজের শত্রুর বিপদ থেকে মুক্ত থাকার কারণে প্রকাশ্যে জনগণের মধ্যে আসা যাওয়া করতেন না, কিন্তু নিজের পিতার নিকটে যাঁরা আসতেন যাদের তিনি দেখেছিলেন এবং তাঁরা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত ছিলেন তাদেরকে নিজের (নায়েব) প্রতিনিধি বানালেন।

অতএব যখন ইমাম আসকারী(আ.) শহীদ হন ইমাম মাহদী(আ.) আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, যখন তাঁর চাচা জাফর ইমামের জানাযা পড়ার জন্য গেলেন তখন ইমাম মাহদী(আ.) তাঁকে বলেন : আমার পিতার জানাযা পড়ানোর অধিকার আপনার থেকে বেশি, এই বলে নিজের চাচাকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পিতার জানাযা পড়ান। গয়বত-এ-সুগরা (স্বল্পমেয়াদি অদৃষ্যকাল)'র সময় ইমাম মাহদী(আ.) নিজের বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা নিজের মান্যকারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেন এবং তাদের মাধ্যমে অনুসারিদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন।

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ)-এর কিছু স্বর্ণবাণী

১. নির্বোধ বন্ধু, কষ্ট ও দুঃখের কারণ।[1]

২. দুটি গুণ সর্বত্তোম, যথা : প্রথমত এক আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান, দ্বিতীয়ত: ধর্মীয় ভাইয়ের সাহায্য করা।[2]

৩. দুঃখিত ও বেদনাগ্রস্তদের সামনে আনন্দ ও ফুর্তি করা দুশ্চরিত্র ও অভদ্রতার চিহ্ন।[3]

৪. স্রেষ্ট প্রচেষ্টাকারী সেই ব্যক্তি যে পাপ থেকে বিরত থাকে।[4]

৫. নম্রতা এমন এক নেয়ামত যে কেউ তা থেকে হিংসা বা ঈর্শা করে না।[5]

৬. এমন জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া মোমিনদের জন্য কত কুৎসিত ব্যাপার, যা তাকে লাঞ্চিত বানিয়ে দেয়।[6]

৭. সকলকে মুসাফিরকে সালাম করা এবং জলসায় পিছনে বসা নম্রতার চিহ্ন ও পরিচয়।[1]

---

১. বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্টা ৩৭৩।
২. তুহাফুল উকুল, পৃষ্টা ৫২০।
৩. তুহাফুল উকুল, পৃষ্টা ৫২০।
৪. তুহাফুল উকুল, পৃষ্টা ৪৮৯।
৫. তুহাফুল উকুল, পৃষ্টা ৫২০।
৬. উসূলে কাফী, খন্ড ২,পৃষ্টা ৩২০।

৮. কেবল অধিক নামায ও রোযা রাখার নাম ইবাদত নয় বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়মতের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করাও ইবাদাত।[2]

৯. মিথ্যা, সমস্ত কুৎসিত ও মালিন্যের চাবি।[3]

১০. উদারতার একটা সীমা আছে যদি তা মাত্রাতিরিক্ত হয়, তাহলে তা অপচয় হবে।[4]

১১. যা কিছু করা অপরের জন্য পছন্দ কর না তা থেকে বিরত থাক, এটাই (তোমার) প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট।[5]

১২. আল্লাহ ও মরণকে অধিক স্মরণ রেখ, কুরআন পড়, এবং নবী(স.)'র উপর দরুদ পড়, নিঃসন্দেহে তাঁর উপর দরুদ পড়া দশ গুণ নেকী।[6]

১৩. দূরদর্শীতার একটা সীমা আছে যদি তা মাত্রাতিরিক্ত হয় তাহলে তা ভীতুতে গণ্য হবে।[7]

---

১. বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭২।

২. তুহাফুল উকুল, পৃষ্ঠা ৫১৮।

৩. নুযহাতুন নাযির ওয়া তাম্বিহুল খাতির, লেখক: হালাওয়ানী, হোসায়েন বিন মুহম্মদ বিন হাসান বিন নাসর, পৃষ্ঠা ১৪৫, বিহারুল আনওয়ার (মুদ্রণ বৈরুট) লেখক: মজলিসী, মুহম্মদ বাকের বিন মুহম্মদ তাকী, খন্ড ৬৯, পৃষ্ঠা ২৬৩। বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

৪. বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

৫. মুসনাদুল ইমাম আল আসকারী (আ.), পৃষ্ঠা ২৮৮।

৬. তোহাফুল উকুল -পৃ: ৪৮৭।, ও বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭২।

৭. বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

১৪. দুর্বলতম শত্রু সেই যে নিজের শত্রুতাকে প্রকাশ করে।[1]

****

[১]. বিহারুল আনওয়ার, খন্ড ৭৮, পৃষ্টা ৩৭৯।

প্রশ্ন

১. একাদশ ইমাম(আ.)'এর নাম, উপাধি, বয়স ও ইমামতকাল বর্ণনা কর?

২. কেন একাদশ ইমাম(আ.)কে আসকারী বলা হয়?

৩. ইমাম(আ.)'এর চরিত্রে চারটি বিশেষত্বকে বর্ণনা কর।

৪. আব্বসী খলীফার কর্মীদের মধ্যে সর্ব প্রথম কে ইমাম(আ.)'এর সাথে বাইয়াত করে?

৫. কিভাবে ইমাম(আ.) খৃষ্টানদের মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণের ঘটনাকে জনগণের জন্য প্রকাশ করেছেন?

৬. ইমাম(আ.)'র অদৃশ্যের সাথে সম্পর্কের একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

৭. ইমাম(আ.) কাকে পত্র লিখেছিলেন?

৮. ইমাম(আ.)'এর উপদেশ থেকে চারটি বর্ণনা কর।

৯. ইমাম(আ.) কত বৎসর বয়সে নিজের পিতার সাথে সামার্রা বিতাড়িত হয়েছিলেন?

১০. কে ইমাম(আ.)'এর জানাযা নামায পড়িয়েছেন?

১১. ইমাম(আ.)-এর স্বর্ণবাণী হতে তিনটি শোনাও।

قالَ ألإمَامُ الحَسَنُ العَسكَرِى عليه السلام:

اكثروا ذكرالله وذكرَالموتِ وتلاوةَ القرآن والصلاه على النبى، فانّ الصّلوةَ على الرّسُولِ عشرُ حسناتٍ.

অর্থাৎ : আল্লাহ ও মরণকে অধিক স্মরণ রেখ, কুরআন পড়, এবং নবী(স.)'র উপর দরুদ পড়, নিঃসন্দেহে তাঁর উপর দরুদ পড়া দশ গুণ নেকী।[1]

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পবিত্র বংশের উপর দরুদ বর্ষণ করুন, যেমন ইব্রহীম ও তাঁর বংশের উপর দরুদ বর্ষণ করেছেন, আর হযরত ফাতেমা যাহেরার নয়নের জ্যোতি হযরত ইমাম মাহদী(আ.)কে শীঘ্র আবির্ভাব করান আর আমাদের তাঁর সাথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তৌফিক দান করুন।-আমীন

[১]. তোহফুল উকুল -পৃ: ৪৮৭

সুত্র

১. মোন্তাহাল আমাল - শেখ আব্বাস কুম্মী(রঃ)

২. তোহাফুল উকুল

৩. উসূলে কাফী : লেখক : ইয়াকুব কুলাইনী, খন্ড ১, পৃষ্টা ৫০৩। আলা এরশাদ : খন্ড ২, পৃষ্টা ৩১৩। মাতলিবুস সাউল :লেখক ইবনে তালহা: খন্ড ২, পৃষ্টা ৭৮। তাযকেরাতুল খাওয়াস; সিবতে ইবনে জাওযী : পৃষ্টা ৩৬২।

৪. মাতলিবুস সাউল :লেখক ইবনে তালহা: খন্ড ২, পৃষ্টা ৭৮। তাযকেরাতুল খাওয়াস; সিবতে ইবনে জাওযী : পৃষ্টা ৩৬২।

৫. তাবারী, দালায়েলুল ইমামাহ, পৃষ্টা ৪২৫।

৬. ইবনে শাহরে আশোব : খন্ড ৪, পৃষ্টা ৪২১।

৭ কাশফুল গুম্মাহ ফি মারেফাতিল আইম্মাহ; আলী ইবনে ইসা ইরবিলী : খন্ড ২, পৃষ্টা ৪২৯।

৮. নূরুল আবসার, লেখক : শাবলাঞ্জী : পৃষ্টা ১৬৭। মানাকিবে আল আবু তালিব; লেখক : ইবনে শাহরে আশোব, খন্ড ৪, পৃষ্টা ৪২৫।

৯. সাওয়ায়েকুল মোহার্রেকা; লেখক : ইবনে হাজার আলহায়সামী, খন্ড ২, পৃষ্টা ৬০০।